হৃদ উষর

BANGLADARSHAN.COM

পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়

॥উৎসর্গ॥

গুরুর চরণধূলি নিয়ে
মনমুকুর মালিন্যমুক্ত,
জগন্মাতার মহিমা গাই
সন্তান তাঁর অনুরক্ত।

“সদ্গুরুরূপী ঈশ্বরী শ্রীশ্রীমা সর্বাণীর পুতরাঙাপাদপদ্মে এই গ্রন্থটি নিবেদিত হল মাতৃচরণাশ্রীতা পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, যে জগৎজননীর সতত কৃপা ও অমৃতকরুণাধারা ব্যতীত আমার লেখা সম্ভবই ছিল না।

জয় শ্রীশ্রী মা সর্বাণী, জয় গুরুমহারাজগণ।

BANGLADARSHAN.COM

সূচিপত্র

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
গুরু বন্দন	৪
নিবেদন	৫
প্রভাত আর্তি	৭
হৃদ উষর	৮
ঋতু বার্তা	৯
মুখোশ মুক্তি	১০
দৃষ্টি প্রসাদ	১১
ছুটির আবেদন	১২
মিলন	১৩
কৌটো পাওয়া	১৪
আশীষ বাণী	১৫
দীপাবলির বার্তা	১৬
মানুষ চিনতে ভুল	১৭
সম্পর্ক	১৮
মা ও শিশু	১৯
আজব কথা	২০
আলোর তরী	২২
শুভ রাত্রি	২৩
মাতৃ স্মরণ	২৪
অশোক দীপাবলি	২৫
ভাবনা	২৬
অরূপ রতন	২৭
হৃদার্তি	২৮
প্রণিপাত	৩০
একতারাতে	৩১
মন আমার	৩২
বারোমাস্যা	৩৩
মঙ্গলাচরণ	৩৪
নদীর কথা	৩৫
খেয়ালী মনের কথা	৩৬
মুক্তাবিন	৩৮

BANGLADARSHAN.COM

গুরু বন্দন

****

গুরু সর্ব মোক্ষ দাতা, গুরু পরাৎপর,
গুরু অজ্ঞান নাশন, গুরু সারাৎসার।
গুরুর মধ্যে বিশ্ব রাজে, বিশ্ব মাঝে গুরু,
গুরু ব্যাপ্ত চরাচরে, পরম পরশ গুরু।
গুরুর মধ্যে মাতা স্থিত, মাতার মাঝে গুরু,
অমূল্য রতন গুরু, সচ্চিদানন্দ গুরু।
গুরু পরশমণির ছোঁয়ায় অবোধের বোধ শুরু,
বন্দে সর্ব জগৎগুরু, বন্দে সদ্গুরু।

BANGLADARSHAN.COM

নিবেদন

****

পরমপুরুষ শ্রীবিষ্ণু নারায়ণ,
সকল জীবের তুমি আত্মার ধন।
তোমার চরণ পূজে সর্বচরাচর,
প্রণতি জানাই হরি জুড়ি দুই কর।
হরি তব কাছে আছে এক নিবেদন,
বিপুল ব্রহ্মাণ্ড সে তো তোমারই সৃজন।
তোমা হতে জীব সৃষ্ট, তোমাতেই লয়,
তবে কেন জীব সতত দুঃখ পায়?
তোমারই ইচ্ছায় তার দেহধারণ,
চুরাশি লক্ষ যোনি করে সে ভ্রমণ।
অতঃপর লভে সে মনুষ্য জনম,
বিবেকে চেতনে করে শুভ করম।
মনুষ্য জনমে কভু পায় সে নাম,
নামের প্রভাবে কাটে লোভ, দ্বেষ, কাম।
নামের তরণী তারে করে কিছু পার,
কিন্তু তব পরীক্ষায় ঠেকে বার বার।
বহুজন্ম গতায়াত বাসনার কারণে,
সকল কর্ম ঢাকা মায়া আবরণে।
জননী জঠর হতে আসে আর যায়,
কর্মফলের জেরে বহু জন্ম পায়।

ক্রমে ক্রমে লভে সে তোমার করুণা,
সদ্গুরু কৃপায় যায় তাহার বাসনা।
সেখানে পথ তার যদিও কঠিন,
কিন্তু গুরুকৃপা বলে হয় তা মসৃণ।
সদ্গুরু কৃপা করে করেন তারে দান,
চৈতন্য আলোক আর যোগ ভক্তি জ্ঞান।
জ্ঞানের আলোক আর সমর্পিত চিতে,

BANGLADARSHAN.COM

কুটস্থ চৈতন্য শুরু করে প্রকাশিতে।
ধীরে ধীরে করে হরি অজ্ঞানতা লয়,
ক্রমে ক্রমে বোধে লভে করুণা নিশ্চয়।
ক্রমশঃ হয় তার চেতন উত্থিত,
তব চরণ সকাশে হরি কর উপনীত।
যতই ভাবুক প্রভু ইচ্ছা, পুরুষকার,
তব অনুকম্পা বিনা, কিছু নয় হবার।
সদ্গুরুরূপে তুমিই অবতীর্ণ হরি,
তোমার কৃপায় ধন্য প্রাণী, নর নারী।
তোমার এ লীলাই প্রভু চলিছে অনন্ত,
মূঢ় মোরা অধম ক্ষুদ্র, নাহি পাই অন্ত।
তোমার ইচ্ছায় মোদের ধরায় গমন,
তোমারই খেয়ালে ঘটে জীবন-মরণ।
যা কিছু কর্ম মোদের কিংবা কর্মফল,
সৃষ্টির পালন হেতু, হে মহাবল,
সকলি তোমার ইচ্ছা, সবই তব লীলা,
আমরা পুতুল মাত্র, তব লীলাখেলা।
হে গুরু, হে হরি কর আবরণ উন্মোচন,
কৃপা পারাবার প্রভু করুণানিধান,
নির্বাসনা কর মোদের, ঘুচাও মোহপাশ,
আত্মজ্ঞান আলোকে ঘুচুক কর্মপাশ॥

BANGLADARSHAN.COM

প্রভাত আর্তি

****

আমার মনের গহীন কোণে
থমকে আছে পল,
আঁকা আছে অনেক ছবি
বিষাদ উজ্জ্বল,
রয়েছে সেথা একলা বসে
সাধক এক মন,
প্রসাদ লাগি আকুলতা
তার যে অনুক্ষণ।
কিছুই তার চাহিদা নেই
নির্লিপ্ত, নির্বেদ,
নিরাসক্ত সে চেয়ে রয়
কিছুতে নেই খেদ,
একটি শুধু আর্তি তার
পরমাত্মার কাছে,
“অনেক হল এবার প্রভু
লও তোমার মাঝে।
বহুদিনের জীবন বোধে
হরেক বেচাকেনা
আপনাকে যে দেব তোমায়
বাড়বে তবু দেনা”॥

BANGLADARSHAN.COM

হৃদ উষর

******

ফুরিয়ে আসে দিগন্তের পাড়েতে ওই দিন,
আবির রাঙা আকাশ যেন উজল রঙীন।
চক্রবালে দৃষ্টি টানে পাখির আনাগোনা,
পুরিয়াতে বাজে সেতার মন যে আনমনা।
সুরের মীড়ে ফেলে আসা দিন এল স্মৃতিতে,
‘ভালোবাসি’ শব্দটা বলেছিল সে মিতে।
হারিয়ে গেল সেই মিতেটি কোন অচিনপুরে,
আজও কেন তার কথাটি মনের অন্দরে।
চায়নি কিছু, করেনি দাবি, শুধু সে চোখ তুলে,
হাতটা ধরে বলেছিল, “যাচ্ছি দূরে চলে।”
বয়স তার বাড়েনি আর, রয়েছে সে কিশোর
কেটেছে কাল আমার আর আজও হৃদ উষর॥

BANGLADARSHAN.COM

ঋতু বার্তা

******

সদ্য গেছেন ঠাকুরানী আপন কৈলাসে,
মহালক্ষ্মী চললেন তাঁর বৈকুণ্ঠ নিবাসে।
আসছেন কালের দেবী সাজিয়ে দীপাবলি,
রাসে আসেন রাধাকানু, জীবের প্রেম উছলি।
হেমন্তের প্রদোষ কালে সন্ধ্যা নামে দ্রুত,
একটি দুটি দীপের শিখা জ্বলছে অবিরত।
চরাচরের আকাশ পাড়ে ছুটে বেড়ায় মন,
‘আসছে’ ‘আসছে’ বাতাস কানে গায় যে অনুক্ষণ।
ছাতিম সুবাস ছড়িয়ে দিয়ে মাতাল করে প্রাণ,
শিউলি বাসের ঝাপটা নাকে, হিমের শিহরণ।
মৃদু পায়ে এগিয়ে আসে রিক্ত সন্ন্যাসী,
রুক্ষ ধরা তবুও বাজে উৎসবের বাঁশি।
সন্ন্যাসীর রিক্ত ডালি ভরবে উপাচারে,
ঋতুরাজ আসবে সেজে বসন্ত সম্ভারে॥

BANGLADARSHAN.COM

মুখোশ মুক্তি

****

অবসান হোক যত রোগ শোক
শেষে হোক যত ভয়,
দূর হয়ে যাক যা কিছু অশুভ
মুছে যাক সংশয়।
সেরে উঠুক পৃথিবী আবার
করোনা প্রকোপ থেকে
হেসে উঠুক এই ধরিত্রী
অরুণ আলোক মেখে।
প্রাণের খুশিতে মাতুক সকলে
হোক জীবন সরস
আন্তরিক সেই নতুন দিনে
মুক্ত হোক মুখোশ॥

BANGLADARSHAN.COM

দৃষ্টি প্রসাদ

****

শরৎকালের নীলাকাশ জুড়ে মেঘের আনাগোনা
বাপের ঘরে আসবেন দেবী নিয়ে তাঁর চার ছানা
জগৎজননী দূর্গাঠাকুরানী,
শিবপাশে তিনি শিবের শিবানী,
কৈলাস ত্যেজে এসো গো জননী
করিতে জীবের রোগশোক নাশ,
আতঙ্কে থেকে আর যে পারিনা।

ঘরে সবে রয়েছে আতঙ্কে, কারণ ব্যাধি করোনা,
উৎসব দিন ম্লান সে আবহে, কোনো ওষুধে সারেনা,
মানুষে মানুষে দূরত্ব আজ
মাথায় উঠেছে সব কথাকাজ
মুখ ঢাকা ওই মুখোশের রাজ
স্যানিটাইজার সাবানের জলে,
আর বাঁচতে চাইনা।

এসো এসো মাগো তনয়ের ডাকে, মাটির ধরণী পরে
দূর কর দেবী এ আপৎকাল, তব বরাভয় করে,
ঘটে ঘটে যদি তুমিই বিরাজ
তবে কেন এই ব্যাধির রাজ
নেমে এসো আজ সবাকার মাঝ
ঘুচাও গহন তিমির আঁধার, তব আশীষ নীরে।

শঙ্কার দিন অবসান হোক তোমা পবিত্র পরশে,
মাতুক সকল মানবজাতি, হাসুক প্রাণের হরষে,
রুদ্ধ দুয়ার খুলে হে অভয়া
দূর কর ব্যাধি, করাল মরণছায়া
তোমার শুভদা করের মায়ায়
সকল অমঙ্গল যাক ধুয়ে দেবী তোমাদৃষ্টির দরশে॥

BANGLADARSHAN.COM

ছুটির আবেদন

****

প্রভু আমায় এবারে দাও ছুটি,
সদ্যজাত মায়ের কোলে শুয়ে গুটিসুটি,
হাঁটতে শেখা ধরে পায়ে পায়ে গুটিগুটি,
শৈশবেতে কতই খেলা করে ছুটোছুটি,
কৈশোরেতে বন্ধু সাথে কতই হুটোপুটি,
যৌবনেতে সঙ্গী সনে হয়েছে বাঁধা জুটি,
অকারণে কতই কথা হেসে কুটোপুটি,
প্রৌঢ় কাল চলেছে যবে দেবতা পদে লুটি,
জীবনসন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে ধরায় লুটোপুটি,
এবার খেলা সাঙ্গ কর, সাথে তোমার জুটি।
সারাজীবন তোমার টানে কাটলো মোটামুটি,
এখনো কি হয়নি সময়, পাব না কি ছুটি?

BANGLADARSHAN.COM

মিলন

****

সাগর জলে উপল কুলে বসিয়া রাজবালা,
এলায়ে বেণী সজল চুলে করে সে জলখেলা।
ষোড়শী ধনি সঙ্গে সখী চলে দেব দেউলে,
কোমল হাতে রয়েছে ডালি সাজিয়ে নানা ফুলে।
তুলসী মালা, বেলি, জুঁই, টগর, শতদল,
সিক্ত বসন, লুটায় আঁচল, ভকতি বিহ্বল।
নয়নে তার প্রেমবারি, অধরে জপে নাম,
দেব সকাশে লুটায়ে পড়ি করিল প্রণাম।
মাগিল বর দেবের কাছে, “তোমারে করি পূজা,
তোমার অনুরাগী আমি, শরণাগত প্রজা,
তোমার পায়ে নিবেদিলাম আপন দেহ মন,
তোমার মাঝেই বিলীন হতে চেয়েছি অনুক্ষণ।”
প্রাণের প্রণতি জানায়ে গৃহে গেল সে রাজবালা,
গলেতে তার দোদুল্যমান দেব প্রসাদী মালা।
দেবতা নাম জপে তার মিলিল দেবে প্রাণ,
শায়িত আছে দেহ তার, নেই কোনো স্পন্দন।
ভোরের পাখি ডাকল যখন ঘরে এলেন মাতা,
দেখেন বালা শয্যা’ পরে, মুখেতে নেই কথা।
আননখানি তৃপ্তি ভরা, দেহে দিব্য ভাব,
দেবেতে প্রাণ মিলে গেছে অপার অনুভব॥

BANGLADARSHAN.COM

কৌটো পাওয়া

****

হারিয়ে ছিল যে কৌটোটা
পেলাম কাল খুঁজে,
কি করব ভাবছি বসে,
উঠছি নাতো বুঝে,
পেয়েছি বটে খুলে সেটা
অবাক হলাম দেখে,
আছে সবই কিন্তু তারা
রয়েছে ধুলো মেখে,
ধুলো ঝেড়ে হাতে নিতে
লাগছে এখন ভয়,
হাতে নিয়ে যদি দেখি
যা ভাবছি তা নয়?
অনেক দিনের পুরোনো
সব রত্ন ভরা তাতে,
লাগছে কেমন, অসাবধানে
হারায় যদি হাতে?
সাবধানে সব খুলব পরে
দেরাজে দিই তুলে,
এখন আবার হচ্ছে শঙ্কা
যাব নাতো ভুলে?

BANGLADARSHAN.COM

আশীষ বাণী

****

আকাশপাড়ে আঁধার ঘনায়
উড়ছে বড়ো ফানুস,
আকাশপ্রদীপ জ্বালিয়ে তারে
আবাহনে মানুষ।
পূর্বপুরুষ আত্মা নামে
আলোকসোপান বেয়ে,
সোপান রচে পুত্র নাতি
আশীষ বাণী চেয়ে॥

BANGLADARSHAN.COM

দীপাবলির বার্তা

****

এসেছে স্নিগ্ধ আলোর
উৎসব দীপাবলি
তার সাথে এলেন
শবাসনা মা কালী,
কালের নিয়ন্তা তিনি
প্রথম মহাবিদ্যা,
চতুর্বর্গ ফল দাতা
তিনি পরম আদ্যা।
সন্তানেরে নিতে কোলে
ছেড়েছেন মা কৈলাস
হয়েছেন শ্মশানবাসী
শ্মশানে করেন বাস।
কালো রূপের অতুল আলোয়
আসীন হও মা হৃদ কমলে
তোমার কৃপায় পরশমণি
নেম আসুন ধরণীতলে॥

BANGLADARSHAN.COM

মানুষ চিনতে ভুল

****

মানুষ চিনতে আজও পারিনা আমি
আজও মানুষ চিনতে ভুল হয়,
ওপরের মুখোশটা দেখে ভাবি
ব্যক্তি বড়োই সহৃদয়, সদাশয়।
আজও তাদের অকারণে ভালোবাসি
আজও তাদের অকাতরে করি দান,
বিনিময়ে তারা সতত করে বিদ্বেষ
পরচর্চায় সদা বিরক্ত প্রাণ।
আমাকে কেউ একটু কিছু দিলে
কৃতজ্ঞ থাকি আমি সর্বক্ষণ,
আমার কাছেতে কেউ যদি কিছু চায়,
আজও কেন আমি নির্দ্ধিধায় অকৃপণ?
বারে বারে করি প্রতিজ্ঞা নিজ কাছে,
আর কারেও জড়াবো না হৃদয়ে,
ভুলে যাই সব কাছে কেউ যদি আসে
ভাবি পাব উদারতা পরিচয়ে॥

BANGLADARSHAN.COM

সম্পর্ক

****

সম্পর্ক স্বচ্ছ এক আয়না,
যেমন দেখাবে তেমন দেখবে মুখ
সম্পর্ক এমন এক আবহ,
উষ্ণতা আর তিক্ততা একই বুক।
যে সম্পর্কে ভালোবাসা আছে বেশী,
সেই সম্পর্কই উষ্ণতা ভরপুর,
যে সম্পর্কে তিক্ততা আছে ভরা,
সে সম্পর্ক বিষে নীল অতি ক্রুর।
বিশ্বাস আর ভালোবাসা ভরা সুর,
একবার যদি কাটে কোনো রকমে,
ভাঙা আয়না জুড়লেও দাগ থাকে,
সুর কেটে গেলে বেসুরোই বাজে ক্রমে॥

BANGLADARSHAN.COM

মা ও শিশু

****

মায়ের পরশে শিশুর হাসি
অনাবিল নির্মল,
মাতৃ স্নেহের কোমল সুধা,
উষ্ণতা অবিচল।
শিশুর পৃথিবী মাকে ঘিরেই,
সবই ‘মা’ য়ে নির্ভর,
জগৎ জননী সকলে জীবের
নিশ্চিত স্নেহ ক্রোড়॥

BANGLADARSHAN.COM

আজব কথা

****

আজব মানুষ জনের কথা
হচ্ছে আজব দেশে,
আজব দুনিয়ার কথা শোনো
বলছি হেসে হেসে
করোনার আতঙ্কে সবাই
বন্দী আছে ঘরে,
নানান লোকের নানান ফিকির
কখন কে কি করে,
কেউ করছে ফেসবুকেতে
অনেক লেখালেখি,
কেউ সেখানে গোয়েন্দা,
কারো পড়েই সময় বাকি,
কেউ সেখানে রাখছে নজর
কে নিল কি টুকে?
আজব কথা সেটাও বলে
ভালোর জন্য লেখে।
কেউ পাকাচ্ছে জবর ঘোঁট
মিলে কুটিল প্ল্যানে,
এসব করে হাত গজাবে,
ভাবছে তারা মনে।
কোনো ঘটনার সার লিখলে
সে কিরকম টোকা,
বলতে পার কেউ কি আমায়,
আমি না সে বোকা?
মহতের মহান কথা
কেউ যদিবা বলে,
মহৎ তাতে রুষ্ট হবে,

BANGLADARSHAN.COM

এ বিচার কি চলে?
সামনে বসে যারা রোজ
নিচ্ছে কতই টুকে,
তাদের কেউ কিছু বলেনা,
চলে তারা বুক ঠুকে,
মহৎ মহান সাধুর জীবন
তোমার ভাষায় বললে,
দোষী হবে তুমি দেখো
বলবে তুমি টুকলে,
মহৎ জীবন মহান কথা
সেতো সবার জন্য,
তবে কেন বললে সেসব
তুমিই হও নগন্য,
ক্ষমতা আর অর্থ থাকলে
এখন সবই সম্ভব,
শুনবে দেখো জগৎ জুড়ে
কতই যে সব আজব॥

BANGLADARSHAN.COM

আলোর তরী

****

হেমন্তের বার্তা বয়ে
ঘাসের ডগায় শিশির ঢাকা,
ছাতিম শিউলি সুবাস হাওয়ায়
সুনীল আকাশ রৌদ্র মাখা।
দীপান্বিতার আকাশ প্রদীপ
পূর্বজদের আলোক সোপান,
প্রদীপ জ্বেলে দুয়ার ছাদে
আলোকমালার জ্যোতির উড়ান।
শুকতারাটি জ্বলতে থাকে
আকাশপাড়ের দিগন্তে ওই,
হিমেল রাত্রি বয়ে চলে
জীবনতরী চলছে যে এই।
ফুরাবে এই জীবনখেলা
একদিন এই জীবনপুরে,
আসবে না কি আলোর তরী,
আমায় নিতে মরণ পরে?

BANGLADARSHAN.COM

শুভ রাত্রি

****

রাত্রি নামে ধরার বুকে
ফুরিয়ে গেল দিন,
আসবে কাল অরুণ
রবি কিরণ রঙ্গিন,
চাঁদের বুকে তারার দেশে
সবাই নিদ্রাযাত্রী,
হোক সুষুপ্তি শান্তিঘন
জানাই শুভ রাত্রি॥

BANGLADARSHAN.COM

মাতৃ স্মরণ

****

চেতন মাঝে বিরাজ
মা অখিল চৈতন্যময়ী,
ব্রহ্মবিদ্যা নিরাকারা
সনাতনী ওমা ব্রহ্মময়ী।
শ্যামা শ্যামের শিব শিবানী রূপে
তোমার অপার লীলা,
অন্তর্লোকে হলে দর্শন
সাঙ্গ কর ভবের চলা।
প্রবৃত্তি মার্গ ছাড়িয়ে মা
টেনে নে দিব্য চেতনে,
নিবৃত্তিতে সাধন করে
আসুক জ্যোতি দর্শনে,
চেতন, অচেতন, জড়, সচল
সবই যে মা তোমা মাঝে
এসো জননী হৃদকমলে,
ধন্য হোক পরাণটা যে।
তোমার কৃপা পেলে মাতঃ
কে ডরায় সমনে?
আত্মজ্যোতি জ্বালাও মাগো,
ঠাঁই দাও রাঙা চরণে॥

BANGLADARSHAN.COM

অশোক দীপাবলি

****

দীপের আলো জ্বালছে
সবাই ঘরে ঘরে,
ঘরে আলোর রোশনাই
মন কেন আঁধারে।
অন্তরে দীপ জ্বলবে
যেদিন সবার অন্তরে,
আসল অশোক দীপাবলি
হবে পৃথ্বী পরে।
তমসা ঘুচুক, অসৎ পালাক,
অমৃত পড়ুক ঝরে,
রক্ত বীজের অসুর নাশ হোক,
সকল অন্তর পুরে॥

BANGLADARSHAN.COM

ভাবনা

****

ঘনিয়ে এল সায়াহ্ন এখন ধরণীতে,
এসেছে সাঁঝের বেলা আমার জীবনেতে,
অনেক হল লেনা দেনা,
ভবের হাটে বেচাকেনা,
এবার ছেদ টান প্রভু জীবন রজনীতে,
কোন বাসনা বাকি নেই আর পূরণ করিতে।

অনেক হল ঘোরা এই সংসার ঘানিতে,
পূর্ব জন্ম ঋণ শোধ হল নানা দায়িত্বে,
অনেক পেলাম দিলাম বহু,
নানা সংঘাত মুহুর্মুহু,
তবুও হয়নি শান্ত স্বজন, মুখর বলিতে,
বারে বারে তারা আগুয়ান শুধু খুঁত ধরিতে।
একমাত্র সাথী যার হাত ধরে পথ চলা,
সে বোঝে আমার ব্যথা আর কথা না বলা,
বহু বেদনা তাকে ছেড়ে যেতে
আর কি তারে পাব হৃদয়েতে
বিনিসুতোয় বাঁধা এ প্রাণ তার সেতারেরই তারে
জন্মে জন্মে আসে যেন সে আমার মরণ পরে॥

BANGLADARSHAN.COM

অরূপ রতন

****

কোনখানেতে লুকিয়ে আছে
আমার সাধের ধন,
কোনগুনেতে পাবো খুঁজে
নিত্য সে রতন,
মনের গহীন কোণের খাঁজে,
অধরা সে লুকিয়ে রাজে,
কোন সে পূজায়, কোন সে সাজে,
পাব হৃদয় মন,
বন্ধ দ্বারের প্রার্থনাতে,
ভালোবাসার জন।
প্রাণের মাঝে শ্বাসের গতি,
খুঁজে চলি নিরবধি,
বন্ধ চোখের অন্ধকারে,
ধরা দেয় না, শুধুই দেখি
বিন্দুসম জ্যোতিরূপে
সে অরূপরতন॥

BANGLADARSHAN.COM

হৃদার্তি

****

অভিমানে তোমার থেকে ফিরিয়েছি যে মুখ,
দেখছি মনে তোমার কথায় জড়িয়ে আমার সুখ,
তোমার মুখের পানে চাওয়া,
তোমার দৃষ্টি প্রসাদ পাওয়া,
তোমার ডাকের তরে কেন যে উন্মুখ,
তোমার থেকে দূরে গেলেই বাড়ে আমার দুখ।

তোমায় ঘিরে অনেক গুণী অনেক বিত্তবান,
তোমায় দিয়েই বাড়িয়ে নেয় তাদের অভিমান,
তাদের কথায় তুমি ভুলে
ঠেলে দূরে রুষ্ট হলে,
তোমায় করব অবমাননা সে যে বিষম শূল,
নিজের অন্তর মাঝে বেঁধে তীক্ষ্ণ বিষাল হুল।

BANGLADARSHAN.COM

অনেকে লোকের অনেক কিছু আছে যে চাওয়া,
আমার কেন তোমায় ঘিরে সকল চাওয়া পাওয়া,
তোমার নয়ন পানে চেয়ে,
তোমারই গান গেয়ে গেয়ে,
তোমার মধুর বাণীতে যে আমার শ্রবণ মায়া,
তোমার দিব্য গীতের সুধায় আত্মা যে পায় কায়া।

কতদিন যে হয়নি আমার তোমার কাছে যাওয়া,
কতদিন যে পরশ দেয়নি তোমায় ছোঁয়া হাওয়া,
আমার গোপন হৃদয়পুরে,
অন্তরাত্মার সকল জুড়ে,
শুধুই করি তোমারই ধ্যান ভক্তি পাগল হিয়া,
কবে তুমি ডেকে নেবে দেবে নিত্য ছোঁয়া।

তুমি আমার বন্ধু স্বজন তুমি যে গো আকাশ,
তুমি আমার জগৎ জোড়া আমার নিত্য প্রশ্বাস, আমি তো চাইনা কিছু,

আছি মাথা করে নিচু,
শুধু যে চাই জীবন জুড়ে তোমার পুণ্য দরশ,
কাছে ডেকে নাও না আমায়, দাও না মধুর পরশ॥

BANGLADARSHAN.COM

প্রণিপাত

****

রাত্রি শেষে ঊষার আলোয় দিনের প্রণিপাত,
অরুণ আলোর বার্তা বহে এলো নতুন প্রভাত।
জগৎ পারাবারের পাড়ে বাল রবির উন্মেষ,
শুরু হল আরেকটা দিন রাতের প্রহর শেষ।
ভোরের পাখি উঠলো ডেকে মধুর সে কুজনে,
শিশিরভেজা বাতাস বয়ে সুবাসিত কাননে।
বিশ্বপিতার আশীষ বয়ে এলো ভোরের বাতাস,
নতমস্তকে জানাই প্রণাম হে ভোরের আকাশ॥

BANGLADARSHAN.COM

একতারাতে

****

একতারাতে বাজে আমার একটি শুধু সুর,
সে সুর পেলে চরণ তোমার, আর সবই যে দূর।
সাতটি সুরের রাগ রাগিনী খেলে তোমার গলায়,
দিব্যসুরের আনন্দ লোক তোমার গানে মেলায়,
ভৈরবী, পুরবী, কাফি, ইমনে,
মারু বেহাগের বিস্তার ও তানে,
নিত্যলোকের সুরের ধারা তোমার রাগের খেলায়,
সব ঐশ্বর্য ছাড়তে পারি তোমার জন্য হেলায়।

একতারাতে বাজুক শুধু তোমার নাম মধুর,
তুমি যে গো বন্ধু, গুরু, প্রাণে প্রাণে অদূর।
সহসা যে ফেলেছো এক বিষম পরীক্ষায় যে,
তুমি না চাইলে যে গো তোমায় বোঝা দায়।
জানিনা কি করবে উপায়,
কাছে টানবে না ঠেলবে দুপায়,
তোমার সুরে সুর মেলাতে ব্যগ্র পথে চেয়ে,
দিন গুনছি কবে আবার উঠব সাথে গেয়ে।

একতারাতে ওঠে বাউল প্রাণের সুর বেজে,
ডাক শোনার ওই আশাতে যে বসে আছি সেজে।
তুচ্ছ জীবন বৃথাই যাবে না যদি ডাক দাও,
আমি কিন্তু হাত ছাড়িনি, তুমিই ছেড়ে যাও।
জীবন মরণ সীমার ধারে,
দাঁড়িয়ে আছো অসীম পাড়ে,
তোমার বীণার সঠিক সুরে বেঁধে নাও এ প্রাণ,
জন্ম জন্ম ধরে চলুক তোমার আমার গান॥

BANGLADARSHAN.COM

মন আমার

****

মনের হদিশ কেউ কি জানে
আপনার মন ছাড়া,
মনের গতি বিচিত্র অতি
বেবাক ছন্নছাড়া।
কখনো সে আকাশ খোঁজে
পাখির ডানায় ভেসে,
কখনো সে ধরায় নামে
বৃষ্টি রোদে মিশে।
কখনো সে জড়িয়ে ধরে
যাকে ভালোবেসে,
কখনো বা মুখটি ফিরায়
প্রবল বিদ্বেষে।
BANGLADARSHAN.COM
মনের চিন্তা মানুষকে
ভালো খারাপ করে,
মনের কথা কানে কানে
বলে প্রেমে পড়ে।
মনের আকাশ খুলে দিতে
ভক্তি সুধা ঝরে,
মনকে বশে রাখলে জীবন
মহাজীবন ভরে।
মনকে কাবু করতে আমি
কতই করি চেষ্টা,
মনের তৃষ্ণা মেটাতে তাই
কত কত প্রচেষ্টা॥

বারোমাস্যা

****

আশ্বিনে অম্বিকা পূজা বলি
পড়ে পাঁঠা,
কার্তিকে কালিকাপূজা
ভাইদ্বিতীয়া ফোঁটা,
অঘ্রাণে নবান্ন দেয় নতুন
ধান কেটে,
পৌষ মাসে ঘরে ঘরে
বাউনি বাঁধে পিঠে,
মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী ছেলের
হাতে খড়ি,
ফাগুন মাসে দোলযাত্রা
ফাগ ছড়াছড়ি,
চৈত্র মাসে চড়ক সন্ন্যাস
গাজনে দেন ভারা,
বৈশাখ মাসে তুলসী গাছে
দেয় বসুধারা,
জষ্ঠি মাসে ষষ্ঠী পূজো
জামাই আসে বাড়ি,
আষাঢ় মাসে রথযাত্রা
ধুলো গড়াগড়ি,
শ্রাবণ মাসে ঘোর বরষা
জলের তুবড়ি,
ভাদ্র মাসে পচা পান্তা খায়
মনসা বুড়ি॥

BANGLADARSHAN.COM

মঙ্গলাচরণ

****

দূর আকাশে শুকতারাটি মিলিয়ে গেল যেই,
একটি দুটি পাখির কূজন উঠল জেগে সেই।
আকাশপাড়ের পুবগগনে আবছা আলোর রেশ,
বাতাস বার্তা গেল দিয়ে রাতের প্রহর শেষ।
সাতটি ঘোড়ার রথে চড়ে রবির আগমন,
ছড়িয়ে দিল দিগন্তে আবিরের আস্তরণ।
আরেকটি দিন শুরু হল নিয়ে নতুন আশা,
আসছে ধরায় নতুন সকাল, সরিয়ে কুয়াশা।
শিশিরভেজা ঘাসের বুকে ফুলের জাগরণ,
আশীর্বাণী আনল বয়ে মঙ্গলাচরণ॥

BANGLADARSHAN.COM

নদীর কথা

****

নদীর বুকে ঐ যে লহর ওঠে রাত্রি দিন,
জীবনবোধে মিলে মিশে বাড়ায় কত ঋণ।
নদীর বুকে নৌকো বেয়ে মাঝির গাওয়া গান,
সে গানেতে পরাণ পাখি হয় যে উচাটন।
নদীর পাড়ে ঐ যে ঘাটে ঢেউয়ের ছলছল,
কি কথা যে বলতে চেয়ে মনটি টলমল।
নদীর বুকে পাখি নিয়ে ভাসে যে ওই ডাল,
আমি যেন যাত্রী হোথা জীবন তরীর পাল।
নদীর সাগর পানে অবিরাম ছুটে চলা,
জন্ম মরণ ঘূর্ণী ঘুরে প্রাণের কথা বলা।
নদীর নিজের মুছে গিয়ে সাগরেতে মেশা,
যাত্রা শেষে পরমাত্মার মাঝে মেশার আশা॥

BANGLADARSHAN.COM

খেয়ালী মনের কথা

****

খেয়ালী মন আপন খেলায়,
যখন ওঠে মেতে,
অনেক কিছুই করে বসে,
ভাবের তাড়নাতে।
খেয়াল খুশির ছন্দে কখন,
কাকে আঁকড়ে ধরে,
কাউকে বা সে এড়িয়ে চলে,
বিরক্তিতে ভরে।
বুকে ধরে ছোট শিশু,
মায়ার বাঁধন ডোরে,
আপন পরের তফাৎটা যায়,
বাৎসল্যের তোড়ে।
BANGLADARSHAN.COM
কাউকে বা সে বন্ধুত্বের,
বন্ধনেতে বাঁধে,
কাছছাড়া তার হলে পরে,
বিরহে মন কাঁদে।
প্রেমের ভেলায় ভেসে গিয়ে,
মনই মনে রাখে,
সবটুকু দেয় উজাড় করে,
কতই কথার ফাঁকে।
মনের খেয়াল ধরেই এগোয়,
জীবনের পথ চলা,
কোন খেয়ালে কি যে করে,
যায় না কিছুই বলা।
মনকে বশে রাখলে পরে,
সবই যে হয় সোজা,
মনখারাপের নেই ঠিকানা,

বাড়ায় মনের বোঝা।
মনকে রেখো আপন বশে,
হোক সব মন ভালো,
জগৎ হবে উজল রঙীন,
দেখবে শুধুই আলো।

BANGLADARSHAN.COM

মুক্তাবিন

****

অপরূপ এক কন্যা এলো নীল সায়রের দেশ,
কুঁচবরণ কন্যা সে যে মেঘবরণ কেশ।
মুক্তাবলী নামটি যে তার, মুকুটরাজের মেয়ে,
বাড়ির পথ হারিয়ে এলো সে নীলসায়র বেয়ে।
নীলসায়রের ঘাটের পাড়ে ভিড়ল তার নাও,
ময়ূরপঙ্খী নৌকাতে তার যা চাবে সব পাও।
হাসলে মেয়ের মুক্তা ঝরে, কুন্দ ফুল দন্ত,
অবাক রূপ সেই মেয়েটির, মনখানি অতলান্ত।
নীল সায়রের রাজপুত্র অবিনকুমার নাম,
যেমন তার সাহস মনে তেমনি সে সুঠাম।
বিদ্যুতের বেগে ধায় তার ঘোড়া বিদ্যুৎ,
মন কুমারের বড়োই উদার যদিও রাজার পুত।
তার একদিন দেখা হল মুক্তাবলীর সাথে,
চার চোখের মিলন বেলায় হাত রইলো হাতে।
মুক্তাবলী অবিনকুমার হল রাজা রানী,
এইটুকুই আমার গল্প, আর বেশি কি জানি?

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥